ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : গ্রন্থকার পরিচিতি

গ্রন্থকার পরিচিতি সূচিপত্র

١. من هو مؤلف كتاب "أصول البزدوي"؟ ما هو نسبه كاملاً؟ (উসূলে বাযদাবী কিতাবের রচয়িতা কে? তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচিতি কী?)
٢. اذكر الاسم الحقيقي للمؤلف واللقب الذي اشتهر به. ومتى ولد؟ (গ্রন্থকারের আসল নাম ও যে উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ, তা উল্লেখ কর। তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন?)
٣. بيّن مكانة الإمام البزدوي العلمية في الفقه والأصول والحديث. (ফিকহ, উসূল ও হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বাযদাবী (র)-এর অবস্থান ব্যাখ্যা কর।)
٤. اذكر شيئاً عن نشأة الإمام البزدوي وشيوخه الذين أخذ منهم العلم. (ইমাম বাযদাবী (র)-এর শৈশব এবং যে সকল উস্তাদদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, সে সম্পর্কে কিছু লেখ।)
٥. متى وأين كانت وفاة الإمام البزدوي؟ وهل ترك نسلاً مشهوراً بالعلم؟ (ইমাম বাযদাবী (র)-এর ইন্তেকাল কবে ও কোথায় হয়? তিনি কি উত্তরাধিকারী কোনো প্রসিদ্ধ সন্তান রেখে গেছেন?)
٦. اذكر ثلاثاً من أشهر مؤلفات الإمام البزدوي غير كتاب "الأصول". ("উসূল" কিতাব ব্যতীত ইমাম বাযদাবী (র)-এর লেখা অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।)
٧. ما هي الميزة المنهجية التي تميز بها الإمام البزدوي في عصره؟ (ইমাম বাযদাবী (র) যে যুগে ছিলেন সে যুগে কোন পদ্ধতিগত (মানহাজী) বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন?)
٨. اذكر رأي أحد كبار العلماء في شأن الإمام البزدوي ومكانته العلمية. (ইমাম বাযদাবী (র) ও তাঁর জ্ঞানগত অবস্থান সম্পর্কে কোনো একজন আলেমের অভিমত উল্লেখ কর।)
٩. هل كان للإمام البزدوي دور في نشر المذهب الحنفي في بلاده؟ ناقش. (ইমাম বাযদাবী (র)-এর কি হানাফী মাযহাব প্রসারে কোনো ভূমিকা ছিল? সংক্ষেপে আলোচনা কর।)
١٠. ما هو الغرض من كتابة الإمام البزدوي لكتاب "الأصول"؟ (ইমাম বাযদাবী (র) "উসূল" কিতাবটি রচনা করার উদ্দেশ্য কী ছিল?)

١ .من هو مؤلف كتاب "أصول البزدوي"؟ ما هو نسبه كاملاً؟
(উসূলে বাযদাবী কিতাবের রচয়িতা কে? তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচিতি কী?)

প্রশ্ন-১: 'উসুলুল বাযদাবী' (أصول البزدوي) এর গ্রন্থকার কে? তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচিতি বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের দলিল ও বিধানাবলী অনুধাবনের জন্য 'উসুলুল ফিকহ' বা ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের ইতিহাসে যে কয়টি গ্রন্থ কালজয়ী হিসেবে স্বীকৃত, তার মধ্যে "উসুলুল বাযদাবী" (أصول البزدوي) অন্যতম। এই গ্রন্থটি হানাফি উসুলের স্তম্ভস্বরূপ। এর রচয়িতা হলেন ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং উসুলবিদ। হানাফি ফিকহ ও উসুলের ক্রমবিকাশে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নিম্নে এই মহান মনিষীর পরিচয় ও বংশ পরিচিতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

গ্রন্থকারের পরিচয়:

'উসুলুল বাযদাবী' গ্রন্থের রচয়িতার নাম ও পরিচিতি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর মূল নাম 'আলী' (علي)। তিনি হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ফকিহ ও উসুল বিশারদ ছিলেন।

নাম ও উপনাম:

- **নাম:** তাঁর নাম আলী (علي)।
- **পিতার নাম:** মুহাম্মদ (محمد)।
- **কুনিয়াত বা উপনাম:** তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হলো 'আবুল উসর' (أبو العسر)। আরবি 'উসর' (عسر) শব্দের অর্থ হলো কঠিন বা সংকীর্ণ। তিনি এই উপনামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, তিনি অত্যন্ত সংযমী ছিলেন এবং নিজের নফসের বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা করতেন বলে তাকে এই উপনাম দেওয়া হয়েছে। আবার কারো মতে, জ্ঞান-গরিমা ও বিতর্কে তিনি এত গভীর ও শক্তিশালী ছিলেন যে, প্রতিপক্ষের জন্য তার মোকাবিলা করা কঠিন ছিল।

- **লকব বা উপাধি:** তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উপাধি হলো **'ফখরুল ইসলাম'** (فخر الإسلام) বা ইসলামের গর্ব। সমসাময়িক সময়ে ইলম, আমল ও তাকওয়ায় তিনি এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন যে, মুসলিম উম্মাহ তাকে নিয়ে গর্ব করত।

পূর্ণ বংশ পরিচিতি (نسبه كاملاً):

ইমাম বাযদাবী (রহ.) এক সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশতালিকাটি নিম্নরূপ:

আরবিতে তাঁর বংশধারা:

هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي.

বাংলা উচ্চারণ:

তিনি হলেন শায়খুল ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হোসাইন ইবনে আব্দুল করিম ইবনে মুসা ইবনে ঈসা ইবনে মুজাহিদ আল-বাযদাবী।

তার বংশের এই ধারাটি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তার প্রপিতামহ আব্দুল করিম ফিকহ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্রদের ছাত্র ছিলেন।

জন্ম ও জন্মস্থান:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) ৪০০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে (মতান্তরে ৪১০ হিজরি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান হলো 'বাজদাহ' (بزدة)। এটি তৎকালীন মা ওয়ারান নাহার বা ট্রান্সঅক্সিয়ানার (বর্তমান উজবেকিস্তান) অন্তর্গত 'নাসাফ' (نسف) শহরের নিকটবর্তী একটি দূর্গবেষ্টিত জনপদ। এই 'বাজদাহ' নামক স্থানের দিকে সম্পৃক্ত করেই তাকে 'আল-বাযদাবী' (البزدوي) বলা হয়।

পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা:

ইমাম বাযদাবী (রহ.) এমন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠেন, যা ছিল ইলমে দ্বীনের বাতিঘর। তাঁর পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সকলেই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম।

- **পিতার নিকট শিক্ষা:** তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁর সম্মানিত পিতা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আব্দুল করিমের নিকট।
- **ইলমি পরিবেশ:** তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহ সংকলন ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রেখেছিলেন। তাঁর ভাই 'সদরুল ইসলাম' আবুল ইউসর আল-বাযদাবীও একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন।

রচনাবলী:

তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. কানজুল উসুল ইলা মারিফাতিল উসুল (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) - যা 'উসুলুল বাযদাবী' নামে সর্বমহলে পরিচিত। এটি আমাদের আলোচ্য পাঠ্যবই।

২. আল-মাবসুত (المبسوط) - ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ।

৩. শারহু আল-জামিউল কবির (شرح الجامع الكبير)।

৪. তাফসিরুল কুরআন (تفسير القرآن) - যা প্রায় ১২০ খণ্ডে সমাপ্ত বলে কথিত আছে।

ইন্তেকাল:

ফিকহ ও উসূলের আকাশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ৪৮২ হিজরি সনের ৫ই জিলকদ রোজ বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সমরকন্দে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাজার নামাজে অসংখ্য আলেম ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন, যা তাঁর জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) ছিলেন হানাফি মাজহাবের একজন স্তম্ভ। তাঁর রচিত 'উসুলুল বাযদাবী' গ্রন্থটি উসুল শাস্ত্রের এক অনন্য দলিল। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা তাকে 'ফখরুল ইসলাম' বা ইসলামের গর্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর বংশ পরিচিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি এক ঐতিহ্যবাহী ইলমি পরিবারের সন্তান ছিলেন, যা তাঁর জ্ঞান অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

٢ .اذكر الاسم الحقيقي للمؤلف واللقب الذي اشتهر به. ومتى ولد؟
(গ্রন্থকারের আসল নাম ও যে উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ, তা উল্লেখ কর। তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন?)

প্রশ্ন-২: গ্রন্থকারের আসল নাম ও যে উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ, তা উল্লেখ কর। তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর:

ভূমিকা:
হানাফি ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রের আকাশে যে কয়েকজন মনিষী ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত 'উসুলুল বাযদাবী' গ্রন্থটি হানাফি মাজহাবের মূলনীতি নির্ধারণে এক অনন্য দলিল। ইলমে ফিকহ ও উসুলের ক্ষেত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অবদানের কারণে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর আসল নাম, উপাধি এবং জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা একজন ফিকহ শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. গ্রন্থকারের আসল নাম (الاسم الحقيقي للمؤلف):
এই মহান ইমামের আসল নাম ও বংশ পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। তিনি এক উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

- **নাম:** তাঁর মূল নাম হলো **'আলী'** (علي)।
- **পিতার নাম:** মুহাম্মদ (محمد)।
- **পূর্ণ নাম ও বংশধারা:** তাঁর পূর্ণ নাম ও বংশধারা হলো— আবুল উসর আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হোসাইন ইবনে আব্দুল করিম আল-বাযদাবী।

আরবিতে তাঁর নাম:
هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي.
তাঁর প্রপিতামহ আব্দুল করিমও একজন প্রখ্যাত ফকিহ ছিলেন। ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর বংশধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ফিকহ ও ইলমের এক ঐতিহ্যবাহী ধারক ও বাহক ছিলেন।

২. যে উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ (اللقب الذي اشتهر به):
ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর মূল নামের চেয়ে তাঁর লকব বা উপাধিতেই মুসলিম বিশ্বে অধিক পরিচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাকওয়া এবং ইসলামের খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ

তৎকালীন উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষ তাঁকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

- **লকব বা উপাধি:** তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উপাধি হলো **'ফখরুল ইসলাম'** (فخر الإسلام)।
    - **অর্থ:** 'ফখরুল ইসলাম' অর্থ হলো ইসলামের গর্ব বা গৌরব।
    - **কারণ:** হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদের প্রাদুর্ভাবের সময় তিনি হানাফি ফিকহ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন ভূমিকা পালন করেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, লেখনী এবং বিতর্কে পারদর্শিতা ইসলামি শরিয়তের জন্য গর্বের বিষয় ছিল বলে তাকে এই উপাধি দেওয়া হয়।

আরবিতে বলা হয়:

فخر الإسلام" لعلو كعبه في العلم والعمل" واشتهر بلق.

(ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে তিনি 'ফখরুল ইসলাম' লকব বা উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।)

- **কুনিয়াত বা উপনাম:** তাঁর আরেকটি পরিচিতি হলো তাঁর কুনিয়াত **'আবুল উসর'** (أبو العسر)।
    - **অর্থ ও তাৎপর্য:** 'উসর' শব্দের অর্থ হলো কঠিন বা সংকীর্ণতা। তাকে 'আবুল উসর' বা 'কঠিন পরিস্থিতির পিতা' বলা হতো। এর কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, তিনি জ্ঞান ও বিতর্কের ময়দানে প্রতিপক্ষের জন্য অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর যুক্তি ও দালিলিক প্রমাণের সামনে প্রতিপক্ষ নিরুত্তর হয়ে যেত। তাঁর সমসাময়িক তাঁরই সহোদর ভাই ইমাম মুহাম্মদ আল-বাযদাবীর উপনাম ছিল 'আবুল ইউসর' (সহজের পিতা), আর তাঁর উপনাম ছিল 'আবুল উসর'। দুই ভাই ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৩. জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান (تاريخ ومكان الولادة):

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে তিনি পঞ্চম হিজরি শতকের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন।

- **জন্ম সন:** প্রবল মত অনুযায়ী তিনি **৪০০ হিজরি** (৪০০ হি.) সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি ৪১০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে ৪০০ হিজরি সনটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

আরবি উদ্ধৃতি:

ولد في حدود سنة أربعمائة (٤٠٠) من الهجرة.

(তিনি হিজরি ৪০০ সনের সীমানায়/কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।)

- **জন্মস্থান:** তিনি তৎকালীন ট্রান্সঅক্সিয়ানা বা 'মা-ওয়ারান নাহার' অঞ্চলের **'বাজদাহ'** (بزدة) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ইতিহাসখ্যাত 'নাসাফ' (نسف) নগরীর নিকটবর্তী একটি কেল্লা বা দূর্গবেষ্টিত জনপদ। বর্তমানে এটি উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এই 'বাজদাহ' নামক স্থানের দিকে নিসবত বা সম্বন্ধ করেই তাঁকে 'আল-বাযদাবী' বলা হয়।

শৈশব ও পরিবেশ:

তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন মধ্য এশিয়ায় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোয়ার বইছিল। সমরকন্দ ও বুখারা ছিল ইলম চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি শৈশব থেকেই তাঁর পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য আলেমদের সান্নিধ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, যা তাঁকে অল্প বয়সেই ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। 'ফখরুল ইসলাম' উপাধিটি তাঁর ইলমি গভীরতা ও মর্যাদার সাক্ষী বহন করে। ৪০০ হিজরির দিকে এক বরকতময় সময়ে জন্মগ্রহণ করে তিনি তাঁর জীবনকে ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী এবং রেখে যাওয়া উসুল আজও মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এই মহান ইমামকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন।

٣ .بيّن مكانة الإمام البزدوي العلمية في الفقه والأصول والحديث.
(ফিকহ, উসূল ও হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বাযদাবী (র)-এর অবস্থান ব্যাখ্যা কর।)

প্রশ্ন-৩: ফিকহ, উসুল ও হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর অবস্থান বা মর্যাদা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামি শরিয়তের ইতিহাসে পঞ্চম হিজরি শতাব্দী ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ। এই যুগে যে কয়েকজন মনিষী তাদের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য দিয়ে ইসলামের আকাশকে আলোকিত করেছেন, শায়খুল ইসলাম ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.) তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ, উসুলবিদ, মুহাদ্দিস এবং বিতার্কিক। হানাফি মাজহাবের প্রচার, প্রসার এবং এর মূলনীতি বা উসুল সুবিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। ইলমের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অগাধ বিচরণ তাকে 'ফখরুল ইসলাম' (ইসলামের গর্ব) উপাধিতে ভূষিত করেছে। নিম্নে ফিকহ, উসুল ও হাদিসশাস্ত্রে তাঁর ইলমি অবস্থান বা মাকাম আলোচনা করা হলো।

১. উসুলু ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবস্থান (مكانته في أصول الفقه):
ইমাম বাযদাবী (রহ.) মূলত একজন উসুলবিদ হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। উসুল শাস্ত্রে তাঁর মর্যাদা ও অবদান এতটাই গভীর যে, তাকে হানাফি উসুলের অন্যতম স্থপতি বলা হয়।

- **শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রণেতা:** তিনি উসুল শাস্ত্রের ওপর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **"কানজুল উসুল"** (كنز الوصول) রচনা করেন, যা সর্বমহলে **"উসুলুল বাযদাবী"** (أصول البزدوي) নামে পরিচিত। এই গ্রন্থটি হানাফি উসুলের ক্ষেত্রে 'মাদার' বা ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়।
- **উসুলের বিন্যাসকারী:** পূর্ববর্তী ইমামদের বিক্ষিপ্ত উসুল বা মূলনীতিগুলোকে তিনি সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছেন। তিনি দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে হানাফি মাজহাবের মূলনীতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিরোধীদের যুক্ত খণ্ডন করেছেন।
- **তুলনামূলক উসুল চর্চা:** তিনি তাঁর গ্রন্থে শুধুমাত্র হানাফি উসুল বর্ণনা করেননি, বরং শাফেয়ী ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ উল্লেখ করে

সেগুলোর দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুল কাদির কুরাশি (রহ.) বলেন:

"له اليد الطولى في الأصول والفروع."

(উসুল এবং ফুরু—উভয় শাখায় তাঁর দীর্ঘ ও গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।)

২. ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবস্থান (مكانته في الفقه):

ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রে ইমাম বাযদাবী (রহ.) ছিলেন সমুদ্রতুল্য। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অতুলনীয়।

- **হানাফি মাজহাবের রক্ষক:** তৎকালীন সময়ে তাকে **'রইসুল হানাফিয়্যাহ'** (رئيس الحنفية) বা হানাফিদের নেতা মনে করা হতো। তিনি ফিকহুল মুকারিন বা তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।
- **মুখস্থ শক্তির প্রখরতা:** ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর দখল কতটা ছিল তা একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) রচিত বিশাল গ্রন্থ **'আল-মাবসুত'** (المبسوط) এবং **'আল-জামিউল কবির'** (الجامع الكبير) সম্পূর্ণ মুখস্থ রেখেছিলেন। কোনো কিতাব দেখা ছাড়াই তিনি ছাত্রদেরকে জটিল মাসআলার সমাধান দিতেন।
- **জনপ্রিয় শিক্ষক:** সমরকন্দে তাঁর ফিকহী দরসে হাজার হাজার ছাত্র অংশগ্রহণ করত। দূর-দূরান্ত থেকে ফতোয়া বা মাসআলা জানার জন্য মানুষ তাঁর কাছে ভিড় করত। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে **'ইমামুল আইম্মাহ'** (إمام الأئمة) বা ইমামদের ইমাম বলে অভিহিত করেছেন।

৩. হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবস্থান (مكانته في الحديث):

যদিও তিনি ফকিহ ও উসুলবিদ হিসেবে বেশি প্রসিদ্ধ, তথাপি হাদিস শাস্ত্রেও (ইলমুল হাদিস) তাঁর গভীর বিচরণ ছিল।

- **রাবি বা বর্ণনাকারী:** তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ এবং তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদিস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত কিতাবসমূহে তিনি প্রচুর হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।
- **হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়:** তিনি শুধুমাত্র হাদিসের শব্দ মুখস্থকারী ছিলেন না, বরং হাদিসের মর্মার্থ ও ফিকহী ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একে বলা হয় 'দিরায়াত'। তিনি উসুলুল বাযদাবীতে হাদিসের প্রকারভেদ, যেমন—মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদ নিয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তা তাঁর গভীর হাদিস জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে।

- **সুন্নাহর অনুসারী:** হাদিস শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। তিনি সর্বদা সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করতেন এবং বিদআতের কঠোর বিরোধী ছিলেন।

সমকালীন ও পরবর্তী মনিষীদের মূল্যায়ন:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর ইলমি মাকাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) বলেন:

"كان إماما كبيرا، فقيا، أصوليا، مناظرا."

(তিনি ছিলেন একজন মহান ইমাম, ফকিহ, উসুলবিদ এবং বিতার্কিক।)

তাঁর ছাত্র এবং অনুসারীগণ তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। হিদায়া প্রণেতা বুরহানুল ইসলাম মারগিনানী (রহ.)-এর মতো জগৎবিখ্যাত ফকিহগণ তাঁর জ্ঞানের নহর থেকে উপকৃত হয়েছেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) ছিলেন ইলমে শরিয়তের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফিকহ, উসুল এবং হাদিস—ইসলামি শিক্ষার এই তিনটি প্রধান শাখাতেই তাঁর বিচরণ ছিল রাজকীয়। বিশেষ করে হানাফি উসুল শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী কাঠামোর ওপর দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী এবং তাঁর রেখে যাওয়া ইলমি আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দিতে থাকবে। জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর জীবনী ও কর্ম এক অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস।

٤ .اذكر شيئاً عن نشأة الإمام البزدوي وشيوخه الذين أخذ منهم العلم.
(ইমাম বাযদাবী (র)-এর শৈশব এবং যে সকল উস্তাদদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, সে সম্পর্কে কিছু লেখ।)

প্রশ্ন-৪: ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর শৈশব বা বেড়ে ওঠা এবং যে সকল উস্তাদদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, সে সম্পর্কে যা জান লেখ।
উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু মনিষীর জন্ম হয়েছে, যারা জন্মগতভাবেই ইলমি পরিবেশ পেয়েছেন এবং পরবর্তীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে উঠেছেন। হানাফি ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম, 'ফখরুল ইসলাম' আবুল উসর আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি এমন একটি পরিবারে ও পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, যা ছিল জ্ঞান-গরিমা ও তাকওয়ার সূতিকাগার। তাঁর ইলমি উৎকর্ষ সাধনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ উস্তাদগণের অবদান অনস্বীকার্য। নিম্নে তাঁর শৈশবকাল ও উস্তাদগণের পরিচিতি আলোচনা করা হলো।

১. ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর শৈশব ও বেড়ে ওঠা (نشأة الإمام البزدوي):
ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর শৈশব ও বেড়ে ওঠা ছিল অত্যন্ত বরকতময় ও ব্যতিক্রমধর্মী।

- ইলমি পরিবারে জন্ম: তিনি ৪০০ হিজরি সনের দিকে ট্রান্সঅক্সিয়ানার বাজদাহ নামক স্থানে এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যা ছিল ফিকহ ও হাদিসের চর্চায় মুখরিত। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ—সকলেই ছিলেন উঁচু মানের আলেম ও ফকিহ।

আরবিতে বলা হয়:
"نشأ في بيت علم وفضل ودين."
(তিনি জ্ঞান, মর্যাদা এবং দ্বীনদারির পরিবেশে বেড়ে ওঠেন।)

- **পারিবারিক শিক্ষা:** শৈশবে তাকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্য কোথাও যেতে হয়নি। ঘরের মধ্যেই তিনি তাঁর পিতা এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে কুরআন, প্রাথমিক ফিকহ ও আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ভাই 'সদরুল ইসলাম' আবুল ইউসর আল-বাযদাবীও একজন বিখ্যাত

আলেম ছিলেন। দুই ভাই শৈশব থেকেই প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইলম চর্চা করতেন।

- **ইবাদত ও সাধনা:** ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর উপনাম **'আবুল উসর'** (কঠিন বা সংকীর্ণতার পিতা) হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, শৈশব ও কৈশোরে তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ইলম অর্জনে কঠোর সাধনা করেছিলেন। তিনি দুনিয়াবি ভোগবিলাস থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন।
- **মুখস্থ শক্তির প্রখরতা:** শৈশবেই তিনি কুরআনে কারিম হিফজ সম্পন্ন করেন এবং হাজার হাজার হাদিস ও ফিকহী মাসআলা মুখস্থ করে ফেলেন। তাঁর এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ তাকে খুব অল্প বয়সেই তৎকালীন আলেমাদের মজলিসে স্থান করে দিয়েছিল।

২. তাঁর উস্তাদ ও শায়েখগণ (شيوخه وأساتذته):

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তবে তাঁর শিক্ষার মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল তাঁর সম্মানিত পিতার হাতেই। ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ হলেন:

- (ক) শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন (তাঁর পিতা):

ইমাম বাযদাবীর প্রথম এবং প্রধান উস্তাদ ছিলেন তাঁর নিজের পিতা।

আরবি নাম: محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الشاشي.

তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকেই ফিকহ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতাদর্শ ও মূলনীতিগুলো আয়ত্ত করেন। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমেই ফিকহী সিলসিলা বা সনদের সাথে যুক্ত হন।

- (খ) ইমাম আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে মানসুর আস-সাইয়্যারি:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর আরেকজন বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন শায়খ আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে মানসুর আস-সাইয়্যারি (রহ.)।

আরবি নাম: الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري.

তিনি ছিলেন তৎকালীন সমরকন্দের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তাঁর নিকট থেকে ইমাম বাযদাবী হাদিস শাস্ত্র এবং ফিকহের জটিল বিষয়গুলো শিক্ষা লাভ করেন।

- (গ) ইমাম আবুল খাত্তাব:

কোনো কোনো জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি শায়খ আবুল খাত্তাব (الشيخ الإمام أبو الخطاب) থেকেও ইলম অর্জন করেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তিনি বিতর্ক বিদ্যা বা 'ইলমুল মুনাজারা' এবং উসুল শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো রপ্ত করেন।

ইলমি সনদ বা সূত্র:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর ইলমি সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ থেকে—এভাবে তাঁর সনদ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তাঁর শিক্ষার ধারাটি নিম্নরূপ:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী > তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ > তাঁর পিতা শায়খ আল-হোসাইন > তাঁর পিতা শায়খ আব্দুল করিম > শায়খ ইমাম আবু বকর আল-মাকদিসি > ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক আল-জুজজানি > ইমাম আবু বকর আল-জুজজানি... এভাবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানি ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পর্যন্ত।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর পাণ্ডিত্যের পেছনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং উস্তাদগণের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি শৈশব থেকেই একটি পবিত্র ও জ্ঞানগর্ভ পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছেন। তাঁর পিতা ছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যিনি তাকে হাতে-কলমে ফিকহ ও উসুল শিখিয়েছেন। এই মহান উস্তাদদের ছায়ায় থেকেই তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের জন্য "উসুলুল বাযদাবী"-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের কবরের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

٥ .متى وأين كانت وفاة الإمام البزدوي؟ وهل ترك نسلاً مشهوراً بالعلم؟
(ইমাম বাযদাবী (র)-এর ইন্তেকাল কবে ও কোথায় হয়? তিনি কি উত্তরাধিকারী কোনো প্রসিদ্ধ সন্তান রেখে গেছেন?)

প্রশ্ন-৫: ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর ইন্তেকাল কবে ও কোথায় হয়? তিনি কি উত্তরাধিকারী কোনো প্রসিদ্ধ সন্তান রেখে গেছেন?
উত্তর:

ভূমিকা:
মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মাওত" অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামি ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হানাফি মাজহাবের অন্যতম স্তম্ভ ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.)-ও এই অমোঘ নিয়মের উর্ধ্বে ছিলেন না। দীর্ঘ জীবনব্যাপী ইলমে দ্বীনের খেদমত, শিক্ষাদান এবং গ্রন্থ রচনার পর তিনি মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যু ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। নিম্নে তাঁর ইন্তেকাল, সমাধিস্থল এবং তাঁর রেখে যাওয়া বংশধর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর ইন্তেকাল (وفاة الإمام البزدوي):
ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর ইন্তেকালের তারিখ ও সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে খুব বেশি মতভেদ নেই। তিনি হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন।

- **ইন্তেকালের সন:** ঐতিহাসিক তথ্যমতে, তিনি **৪৮২ হিজরি** (৪৮২ হি.) সনে ইন্তেকাল করেন।
- তারিখ ও বার: মাসটি ছিল জিলকদ মাস। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে, ৪৮২ হিজরি সনের ৫ই জিলকদ, রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

আরবি উদ্ধৃতি:
توفي فخر الإسلام البزدوي يوم الخميس الخامس من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة للهجرة."
(ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী হিজরি ৪৮২ সনের জিলকদ মাসের ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন।)

- **বয়স:** মৃত্যুবকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮২ বছর। তিনি একটি বরকতময় ও সুদীর্ঘ হায়াত লাভ করেছিলেন, যার প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দ্বীনের কাজে ব্যয় করেছেন।

২. ইন্তেকালের স্থান ও দাফন (مكان الوفاة والدفن):

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর ইন্তেকাল এবং দাফনের স্থান দুটি ভিন্ন ছিল।

- **ইন্তেকালের স্থান:** তিনি সমরকন্দের অদূরে **'কাশ'** (كش) নামক শহরে ইন্তেকাল করেন। (বর্তমানে এটি উজবেকিস্তানের শাহরিসাবজ নামে পরিচিত)। ইলমি সফরের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন।
- **দাফনের স্থান:** তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর মরদেহ সেখান থেকে বহন করে **সমরকন্দ** (سمرقند) নগরীতে নিয়ে আসা হয়। সমরকন্দ ছিল তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী। সেখানে ইতিহাসখ্যাত **'চাকারদিজা'** (جاكردیزة) কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।
    - *বিশেষ উল্লেখ্য:* এই 'চাকারদিজা' কবরস্থানটি হানাফি ফকিহদের সমাধিস্থল হিসেবে পরিচিত ছিল। এখানে ইমাম আবু মনসুর আল-মাতুরিদি (রহ.) সহ অসংখ্য হানাফি ইমাম শায়িত আছেন। ইমাম বাযদাবীকেও এই পবিত্র ভূমিতে সমাহিত করা হয়।

৩. তাঁর উত্তরাধিকারী ও বংশধর (نسله وذريته):

প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশে জানতে চাওয়া হয়েছে, তিনি কি কোনো প্রসিদ্ধ সন্তান রেখে গেছেন কিনা। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে দেওয়া হলো:

- **পারিবারিক ঐতিহ্য:** ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পুরো পরিবারটিই ছিল 'বাইতুল ইলম' বা জ্ঞানের ঘর। তাঁর পিতা, পিতামহ যেমন আলেম ছিলেন, তেমনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মও ইলমের ধারক ছিলেন।
- সন্তান ও উত্তরাধিকারী: হাঁ, তিনি ইলম ও আমলের উত্তরাধিকারী হিসেবে যোগ্য সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর পুত্রের নাম হাসান ইবনে আলী (পুরো নাম: আবুল মাআলি হাসান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ)। তিনিও একজন ফকিহ এবং আলেম ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে ইলম শিক্ষা করেন এবং হাদিস বর্ণনা করেন।

তবে ইতিহাসের পাতায় ইমাম বাযদাবীর ভাই 'আবুল ইউসর আল-বাযদাবী' যতটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁর সন্তানগণ ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। তবুও তাঁর বংশধরেরা ইলমের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

আরবিতে বলা হয়:

"ترك أولاداً وتلاميذ حملوا العلم من بعده."

(তিনি এমন সন্তান ও ছাত্রদের রেখে গেছেন যারা তাঁর পরে ইলমের ভার বহন করেছিলেন।)

- **আত্মিক সন্তান (ছাত্রবৃন্দ):** একজন আলেমের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বা বংশধর হলো তাঁর ছাত্ররা এবং তাঁর রচিত কিতাবসমূহ। ইমাম বাযদাবী (রহ.) হাজার হাজার ছাত্র রেখে গেছেন, যারা সারা বিশ্বে তাঁর ইলম ছড়িয়ে দিয়েছেন। হিদায়া প্রণেতা আল্লামা মারগিনানী (রহ.)-এর মতো জগৎশ্রেষ্ঠ ফকিহগণ তাঁর ইলমি সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, তাঁর ইলমি বংশধর বা 'রুহানি সন্তান' পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হানাফি উসুলের মহান ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) ৪৮২ হিজরিতে সমরকন্দের মাটিতে শেষ শয্যায় শায়িত হন। তাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন ইলমি জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তিনি যদিও রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যোগ্য সন্তান রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকার ছিল তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'উসুলুল বাযদাবী' এবং তাঁর অগণিত ছাত্র। তাঁর কবর জিয়ারত এবং তাঁর মাগফিরাত কামনার মাধ্যমে আজও মুসলিম উম্মাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

٦ .اذكر ثلاثاً من أشهر مؤلفات الإمام البزدوي غير كتاب "الأصول."
("উসূল" কিতাব ব্যতীত ইমাম বাযদাবী (র)-এর লেখা অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-৬: "উসূল" কিতাব ব্যতীত ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর লেখা অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে আলোচনা কর।
উত্তর:

ভূমিকা:
হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও গবেষক আলেমদের মধ্যে ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.) অন্যতম। তিনি শুধু উসুল শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন না, বরং ফিকহ, তাফসির এবং হাদিস শাস্ত্রেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রচিত "কানজুল উসুল" (كنز الوصول) বা "উসুলুল বাযদাবী" (أصول البزدوي) গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তবে এই কালজয়ী গ্রন্থ ছাড়াও তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য আরও বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও ইলমি গভীরতা তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও ফুটে উঠেছে। নিম্নে "উসুল" কিতাব ব্যতীত তাঁর অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।
ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর রচনাবলী:
ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় ব্যয় করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তিনটি গ্রন্থ হলো:

১. তাফসিরুল কুরআন (تفسير القرآن):
ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর অন্যতম একটি বিশাল কর্ম হলো পবিত্র কুরআনের তাফসির। উসুলবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি যে একজন বড় মাপের মুফাসসির ছিলেন, এই গ্রন্থটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

- **গ্রন্থের বিশালতা:** ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর রচিত এই তাফসির গ্রন্থটি ছিল বিশাল আয়তনের। এটি প্রায় **১২০ খণ্ডে** (মাইলদ ইবনে খাত্তাবের বর্ণনামতে) সমাপ্ত হয়েছিল।
- **বিষয়বস্তু:** এই তাফসিরটিতে তিনি কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থের পাশাপাশি ফিকহী মাসআলা বা আহকামুল কুরআন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে হানাফি মাজহাবের দলিলগুলো তিনি কুরআনের আয়াতের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন।

- **আরবি পরিচিতি:** ঐতিহাসিকগণ এই কিতাব সম্পর্কে বলেন:

"له تفسير القرآن العظيم، وهو كتاب كبير جداً يدل على تبحره في العلوم."
(তাঁর মহান কুরআনের তাফসির রয়েছে, যা অত্যন্ত বিশাল একটি গ্রন্থ এবং এটি জ্ঞানে তাঁর গভীর পারদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।)

২. আল-মাবসুত (المبسوط):

ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে তাঁর রচিত 'আল-মাবসুত' গ্রন্থটি। যদিও ফিকহ শাস্ত্রে শামসুল আইম্মা সারাখসি (রহ.)-এর 'আল-মাবসুত' বেশি প্রসিদ্ধ, তথাপি ইমাম বাযদাবী (রহ.)-ও এই নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

- **ধরণ:** এটি ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের ফুরুয়াত (শাখা-প্রশাখা) বিষয়ক একটি গ্রন্থ।
- **গুরুত্ব:** হানাফি ফিকহের খুঁটিনাটি মাসআলা এবং সমসাময়িক জটিল সমস্যার সমাধান তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কিতাবটি তাঁর ফিকহী প্রজ্ঞার দলিল। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিকট ফিকহী মাসআলাগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতেন, যা পরবর্তীতে কিতাব আকারে সংকলিত হয়।
- **শিক্ষণ পদ্ধতি:** কথিত আছে যে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'মাবসুত' মুখস্থ জানতেন এবং সেই আলোকেই তিনি নিজস্ব তাহকিক বা গবেষণাসহ এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

৩. শারহু আল-জামিউল কবির (شرح الجامع الكبير):

হানাফি মাজহাবের ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানি (রহ.)-এর রচিত কিতাবগুলোর ওপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ) রচনা করা পরবর্তী ফকিহদের জন্য একটি সম্মানের বিষয় ছিল। ইমাম বাযদাবী (রহ.)-ও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন।

- **মূল গ্রন্থ:** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) রচিত **'আল-জামিউল কবির'** (الجامع الكبير) হানাফি ফিকহের অন্যতম মূল উৎস বা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর অন্তর্ভুক্ত।
- **ব্যাখ্যাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) এই গ্রন্থের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা লিখেছেন। এতে তিনি ইমাম মুহাম্মদের বক্তব্যের মর্মার্থ উদ্ঘাটন করেছেন এবং মাসআলাগুলোর পেছনের যুক্তি বা ইল্লতগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

- **অন্যান্য ব্যাখ্যা:** উল্লেখ্য যে, তিনি ইমাম মুহাম্মদের আরেকটি কিতাব **'আল-জামিউল সাগির'** (الجامع الصغير)-এরও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে তিনি হানাফি মাজহাবের মূল ধারার সাথে পরবর্তী প্রজন্মের সংযোগ স্থাপন করেছেন।

অন্যান্য গ্রন্থ:

উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি আরও কিছু কিতাব রচনা করেছেন। যেমন—

- **গাওয়ামিজুল মাবসুত** (غوامض المبسوط) – মাবসুত গ্রন্থের জটিল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা।
- **শারহুস সুন্নাহ** (شرح السنة) – হাদিস বিষয়ক আলোচনা।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) শুধুমাত্র একজন উসুলবিদ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ফিকহ ও তাফসির শাস্ত্রের এক মহান স্থপতি। তাঁর রচিত 'তাফসিরুল কুরআন', 'আল-মাবসুত' এবং 'শারহু আল-জামিউল কবির' গ্রন্থগুলো তাঁর ইলমি উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়। যদিও 'উসুলুল বাযদাবী' গ্রন্থটি তাঁর নামকে অমর করে রেখেছে, তথাপি ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের অবদানও অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, শরিয়তের সকল শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল রাজকীয় এবং গভীর। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল খেদমত কবুল করুন।

٧ .ما هي الميزة المنهجية التي تميز بها الإمام البزدوي في عصره؟
(ইমাম বাযদাবী (র) যে যুগে ছিলেন সে যুগে কোন পদ্ধতিগত (মানহাজী) বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন?)

প্রশ্ন-৭: ইমাম বাযদাবী (রহ.) যে যুগে ছিলেন সে যুগে কোন পদ্ধতিগত (মানহাজী) বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন? আলোচনা কর।
উত্তর:

ভূমিকা:
উসুলুল ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি রচনার ইতিহাসে দুটি প্রধান ধারা বা পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো 'তরিকাতুল মুতাকাল্লিমিন' বা তাত্ত্বিক পদ্ধতি (শাফেয়ী পদ্ধতি) এবং অপরটি হলো 'তরিকাতুল ফুকাহা' বা ফকিহদের পদ্ধতি (হানাফি পদ্ধতি)। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) যখন আবির্ভূত হন, তখন হানাফি মাজহাবের উসুলগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর অসামান্য প্রজ্ঞা দিয়ে হানাফি উসুল শাস্ত্রকে একটি সুসংহত ও শক্তিশালী পদ্ধতির ওপর দাঁড় করান। তাঁর এই পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য তাঁকে তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামে পরিণত করেছিল।
ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর যুগে তাঁর পদ্ধতিগত (মানহাজী) বৈশিষ্ট্য:
ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর যুগে যে বিশেষ মানহাজী বা পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত ছিলেন, তা মূলত "তরিকাতুল ফুকাহা" (طريقة الفقهاء) বা ফকিহদের পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ রূপদান। তাঁর পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. ফুরু থেকে উসুল নির্গতকরণ (تخريج الأصول على الفروع):
ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কাল্পনিক বা নিছক তাত্ত্বিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে উসুল বা মূলনীতি তৈরি করেননি। বরং তিনি হানাফি মাজহাবের পূর্বসূরি ইমামগণ (ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর প্রদত্ত ফতোয়া বা 'ফুরু' (শাখা মাসআলা) গুলো গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। সেখান থেকে তিনি মূলনীতি বা উসুল বের করে এনেছেন।

- **পদ্ধতির ধরণ:** মুতাকাল্লিমিনরা আগে নিয়ম (উসুল) তৈরি করতেন, তারপর মাসআলা (ফুরু) মেলাতেন। কিন্তু ইমাম বাযদাবী উল্টো পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি ফুরুকে সামনে রেখে উসুল নির্ধারণ করেন। একে বলা হয় **"ইস্তিখরাজুল উসুল মিনাল ফুরু"** (استخراج الأصول من الفروع)।

- **ফলাফল:** এর ফলে হানাফি ফিকহ বাস্তবতা বিবর্জিত না হয়ে অত্যন্ত প্রাক্টিক্যাল বা বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে।

২. ফিকহ ও উসুলের চমৎকার সমন্বয় (الجمع بين الفقه والأصول):
তাঁর যুগের অন্য অনেক উসুলবিদ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর 'উসুলুল বাযদাবী' গ্রন্থে ফিকহ এবং উসুলের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন।
আরবিতে বলা হয়:
"تميز منهجه بربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية."
(তাঁর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো উসুলি কায়দাগুলোকে ফিকহি মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত করা।)
তিনি প্রতিটি উসুল বর্ণনা করার সাথে সাথে তার স্বপক্ষে প্রচুর ফিকহী দৃষ্টান্ত বা 'নাজির' পেশ করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা সহজ করে দিয়েছে।

৩. বিতর্কমূলক পদ্ধতির প্রবর্তন (المنهج الجدلي):
পঞ্চম হিজরি শতাব্দী ছিল মাজহাবি ও তাত্ত্বিক বিতর্কের যুগ। ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর রচনায় কেবল হানাফি মতবাদ তুলেই ধরেননি, বরং প্রতিপক্ষ (বিশেষ করে শাফেয়ী ও মুতাজিলা) সম্প্রদায়ের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন।

- তিনি উসুলের কিতাবে **"বাবুল মুনাজারা"** বা বিতর্কের দ্বার উন্মোচন করেন।
- প্রতিপক্ষের দলিল উল্লেখ করে তিনি অকাট্য যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করতেন এবং হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **"আল-মানহাজুল জাদালি"**।

৪. আকল ও নকলের ভারসাম্য (التوازن بين العقل والنقل):
ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মানহাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধি (আকল) এবং বর্ণনার (নকল/হাদিস) মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। তিনি মুতাজিলাদের মতো শুধুই যুক্তিনির্ভর ছিলেন না, আবার জাহিরিদের মতো শুধুই আক্ষরিক অর্থের পূজারী ছিলেন না।

- তিনি শরিয়তের দলিলের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
- যেখানে নস (Text) অস্পষ্ট, সেখানে তিনি কিয়াস বা যুক্তির সঠিক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি উসুল কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর নির্যাস।

৫. বিন্যাস ও সাজসজ্জা (الترتيب والتبويب):

তাঁর পূর্বে হানাফি উসুলগুলো ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা অন্যান্য কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। ইমাম বাযদাবী (রহ.) সর্বপ্রথম এগুলোকে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর (Systematic Order) মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি এমনভাবে অধ্যায়গুলো সাজিয়েছেন যা পরবর্তীতে সকল হানাফি উসুলবিদের জন্য অনুকরণীয় মডেলে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন:

"إن طريقة الحنفية في الأصول أليق بالفقه وأمس بالفروع."

(নিশ্চয়ই উসুল শাস্ত্রে হানাফিদের (বাযদাবীর) পদ্ধতি ফিকহের জন্য অধিক উপযোগী এবং ফুরুর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।)

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর প্রধান মানহাজী বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব হলো, তিনি উসুল শাস্ত্রকে বিমূর্ত দর্শনের জগত থেকে বের করে বাস্তব ফিকহী প্রয়োগের জগতে নিয়ে এসেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, উসুল বা মূলনীতি আকাশকুসুম কোনো কল্পনা নয়, বরং তা ফকিহদের ইজতিহাদের ফসল। তাঁর প্রবর্তিত "তাখরিজুল উসুল আলাল ফুরু" পদ্ধতিই হানাফি মাজহাবকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও শক্তিশালী আইনি কাঠামো দান করেছে। এ কারণেই হানাফি উসুলের ইতিহাসে তাঁকে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের মর্যাদা দেওয়া হয়।

٨ .اذكر رأي أحد كبار العلماء في شأن الإمام البزدوي ومكانته العلمية.
(ইমাম বাযদাবী (র) ও তাঁর জ্ঞানগত অবস্থান সম্পর্কে কোনো একজন আলেমের অভিমত উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-৮: ইমাম বাযদাবী (রহ.) ও তাঁর জ্ঞানগত অবস্থান সম্পর্কে কোনো একজন প্রখ্যাত আলেমের অভিমত উল্লেখ কর।
উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামি শরিয়তের ইতিহাসে কোনো মনিষীর গ্রহণযোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য প্রমাণের জন্য সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত বা 'শাহাদাত' একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। হানাফি ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রের অবিসংবাদিত নেতা 'ফখরুল ইসলাম' আবুল উসর আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.) এমন এক উচ্চমার্গীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁকে তাঁর যুগের এবং পরবর্তী যুগের সকল আলেম একবাক্যে 'ইমাম' হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাঁর জ্ঞানগত গভীরতা, স্মরণশক্তি এবং দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কে বহু মনিষী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত আলেম ও জীবনীকার আল্লামা আব্দুল কাদির আল-কুরাশি (রহ.)-এর অভিমত সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।
ইমাম বাযদাবী (রহ.) সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল কাদির আল-কুরাশি (রহ.)-এর অভিমত:
হানাফি মাজহাবের ফকিহদের জীবনী সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ' (الجواهر المضية في طبقات الحنفية)-এর রচয়িতা আল্লামা আব্দুল কাদির আল-কুরাশি (রহ.) ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ইলমি মাকাম সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করেছেন।
১. আরবি মন্তব্য (النص العربي):
আল্লামা কুরাশি (রহ.) ইমাম বাযদাবী সম্পর্কে বলেন:
" كان إماماً كبيراً، فاضلاً، متقناً، فقيهاً، أصولياً، محدثاً، انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر."
২. বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

আল্লামা কুরাশি (রহ.)-এর এই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ মন্তব্যের মধ্যে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁকে কয়েকটি বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন:

- **(ক) ইমামুল কবির (মহান নেতা):** আল্লামা কুরাশি তাঁকে 'ইমামুন কবিরুন' বা মহান ইমাম বলেছেন। কারণ তিনি শুধু ফিকহেই নন, বরং আকিদা, তাফসির ও হাদিসেও ইমামতের আসনে সমাসীন ছিলেন।
- **(খ) ফাজিল ও মুতকিন (পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নিখুঁত):** 'ফাদিল' অর্থ বিদ্বান বা গুণী এবং 'মুতকিন' অর্থ হলো যিনি কোনো কাজে অত্যন্ত দক্ষ ও নিখুঁত। ইমাম বাযদাবী উসুল রচনায় যে সূক্ষ্মতা ও নিখুঁত বিন্যাস দেখিয়েছেন, তা তাঁকে এই বিশেষণের যোগ্য করে তুলেছে।
- **(গ) রিয়াসাতুল হানাফিয়্যাহ (হানাফিদের নেতৃত্ব):** মন্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো— *"ইনতাহাত ইলাইহি রিয়াসাতুল হানাফিয়্যাহ ফি মা ওয়ারান নাহার।"* অর্থাৎ, ট্রান্সঅক্সিয়ানা বা মা-ওয়ারান নাহার অঞ্চলে হানাফিদের নেতৃত্ব তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। তৎকালীন সময়ে হানাফি মাজহাবের শেষ কথা বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর মুখ থেকেই বের হতো।

অন্যান্য আলেমদের অভিমত (পর্যালোচনা):

যদিও প্রশ্নে একজন আলেমের অভিমত চাওয়া হয়েছে, তথাপি উত্তরের মান বৃদ্ধির জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে আরও দু-একজন মনিষীর মন্তব্য উল্লেখ করা হলো, যা আল্লামা কুরাশির বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

- আল্লামা ইবনে কুতলুবুগা (রহ.)-এর অভিমত:

বিখ্যাত জীবনীকার আল্লামা ইবনে কুতলুবুগা তাঁর 'তাজুত তারাজিম' (تاج التراجم) গ্রন্থে লিখেছেন:

"كان يحفظ المذهب، لم ير أحد مثله في الحفظ."

(তিনি মাজহাব মুখস্থ রাখতেন, স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে তাঁর মতো কাউকে দেখা যায়নি।)

এই মন্তব্যের দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম বাযদাবী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার (যেমন: মাবসুত, জামিউল কবির) সম্পূর্ণ মুখস্থ জানতেন। কিতাব না দেখেই তিনি জটিল মাসআলার সমাধান দিতেন।

- আল্লামা আব্দুল হাই লখনভি (রহ.)-এর অভিমত:

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হাই লখনভি (রহ.) তাঁর 'আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন:

"هو فخر الإسلام، أبو العسر، شيخ الحنفية بلا منازع."

(তিনি ইসলামের গর্ব, আবুল উসর এবং তর্কাতীতভাবে হানাফিদের শায়খ বা প্রধান।)

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর জ্ঞানগত অবস্থানের বিশ্লেষণ:

উপরোক্ত আলেমদের অভিমত পর্যালোচনা করলে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর জ্ঞানগত অবস্থানের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হলো:

১. মাজহাবের সংরক্ষক: তিনি ছিলেন হানাফি মাজহাবের 'হাফিজ'। অর্থাৎ মাজহাবের মূল কিতাবগুলো তাঁর বক্ষে সংরক্ষিত ছিল।

২. উসুলের স্থপতি: হানাফি উসুল শাস্ত্রকে তিনি যে কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছেন, তা পরবর্তী সকল আলেমের জন্য অনুসরণীয় হয়ে আছে।

৩. ফখরুল ইসলাম: সমসাময়িক আলেমগণ তাঁকে 'ফখরুল ইসলাম' বা ইসলামের গর্ব উপাধি দিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, তিনি শুধু হানাফিদের নেতা ছিলেন না, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য গর্বের ধন ছিলেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা আব্দুল কাদির আল-কুরাশি (রহ.) সহ ইতিহাসের সকল নির্ভরযোগ্য আলেম ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-কে হানাফি মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ও অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রে তাঁর অবস্থান ছিল আকাশের ধ্রুবতারার ন্যায়। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অতুলনীয় লিখনী তাঁকে আলেম সমাজের মনিদর্পণে চিরস্থায়ী আসন দান করেছে। পরবর্তী প্রজন্মের আলেমগণ তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তাঁর কিতাব থেকে ইলমের আলো গ্রহণ করেন।

٩ .هل كان للإمام البزدوي دور في نشر المذهب الحنفي في بلاده؟ ناقش.
(ইমাম বাযদাবী (র)-এর কি হানাফী মাযহাব প্রসারে কোনো ভূমিকা ছিল?সংক্ষেপে আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৯: ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর কি হানাফি মাজহাব প্রসারে কোনো ভূমিকা ছিল? আলোচনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামের ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি মাজহাব বা মতাদর্শের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পেছনে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের অবদান থাকে অনস্বীকার্য। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বা 'মা-ওয়ারান নাহার' (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলে হানাফি মাজহাবের যে ব্যাপক প্রসার ও প্রতিপত্তি ঘটেছিল, তার প্রধান কারিগর ছিলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী (রহ.)। তিনি শুধু একজন ফকিহ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন হানাফি মাজহাবের একজন শক্তিশালী প্রচারক, রক্ষক এবং সংস্কারক। তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আন্দোলনের ফলে হানাফি মাজহাব এক নতুন উচ্চতায় আসীন হয়। নিম্নে হানাফি মাজহাব প্রসারে তাঁর ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

হানাফি মাজহাব প্রসারে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর ভূমিকা:

১. হানাফিদের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব (رياسة الحنفية):

ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর যুগে হানাফি মাজহাবের সর্বোচ্চ নেতা বা 'রইস' হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তৎকালীন সমরকন্দ ও বুখারা অঞ্চলে হানাফি মাজহাবের অনুসারীরা যেকোনো সমস্যা বা ফতোয়ার জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকত।

ঐতিহাসিক আল্লামা কুরাশি (রহ.) বলেন:

"انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر."

(মা-ওয়ারান নাহার বা নদীর ওপারের অঞ্চলে হানাফিদের নেতৃত্ব তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছিল।)

একজন যোগ্য নেতার অধীনে যখন কোনো মতাদর্শ পরিচালিত হয়, তখন তার প্রসার ঘটে দ্রুত। ইমাম বাযদাবী সেই নেতৃত্ব গুণের মাধ্যমেই মাজহাবকে সুসংহত করেছিলেন।

২. উসুল বা মূলনীতি সুবিন্যস্তকরণ (تدوين الأصول):

হানাফি মাজহাব প্রসারে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো মাজহাবের 'উসুল' বা মূলনীতিগুলোকে একটি শক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড় করানো। তাঁর পূর্বে হানাফি উসুলগুলো বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্ত ছিল, যা সাধারণ ছাত্রদের জন্য বোঝা কঠিন ছিল।

- তিনি **"কানজুল উসুল"** বা **"উসুলুল বাযদাবী"** রচনা করে হানাফি মাজহাবকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দান করেন।
- এর ফলে অন্য মাজহাবের (যেমন শাফেয়ী) পণ্ডিতদের সামনে হানাফি মাজহাবের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং মেধাবী ছাত্ররা হানাফি ফিকহ চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটি মাজহাব প্রসারে বা 'নশরুল মাজহাব'-এ বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে।

৩. মাজহাবের প্রতিরক্ষা ও বিতর্ক (الذب عن المذهب والمناظرة):

ইমাম বাযদাবী (রহ.) এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকা (যেমন মুতাজিলা) এবং অন্য মাজহাবের সাথে হানাফিদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই চলছিল।

- তিনি তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি এবং অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে বিরোধীদের সকল আপত্তির জবাব দেন।
- তিনি প্রমাণ করেন যে, হানাফি মাজহাব কোনো রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- তাঁর এই 'মুনাজারা' বা বিতর্কের ফলে সাধারণ মানুষের মনে হানাফি মাজহাবের প্রতি আস্থা ফিরে আসে এবং মাজহাবের ভিত্তি মজবুত হয়।

৪. শিক্ষাদান ও ছাত্র তৈরি (التعليم وتربية التلاميذ):

কোনো মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন একদল যোগ্য উত্তরসূরি। ইমাম বাযদাবী (রহ.) সমরকন্দে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন।

- তাঁর দরসে হাজার হাজার ছাত্র অংশগ্রহণ করত। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসুরা তাঁর কাছে ছুটে আসত।
- তিনি এমন একদল যোগ্য ছাত্র তৈরি করে গেছেন, যারা পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে হানাফি মাজহাবের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। হিদায়া প্রণেতা আল্লামা মারগিনানী (রহ.)-এর উস্তাদগণ ছিলেন ইমাম বাযদাবীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাত্র।

৫. ফিকহী গ্রন্থ রচনা ও সহজীকরণ (التصنيف وتسهيل الفقه):

সাধারণ মানুষ এবং বিচারকদের জন্য ফিকহ সহজ করার লক্ষ্যে তিনি 'আল-মাবসুত' এবং 'শারহু আল-জামিউল কবির' রচনা করেন।

- ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কঠিন ও জটিল মাসআলাগুলোকে তিনি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন।
- তাঁর এই লেখনীগুলো হানাফি ফিকহকে তৎকালীন বিচার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। যখন কোনো মাজহাব সহজবোধ্য হয়, তখন মানুষ সেটার দিকেই ধাবিত হয়।

৬. সুন্নাহর অনুসরণ ও তাকওয়া:

মানুষ কেবল জ্ঞান দেখে আকৃষ্ট হয় না, আমল দেখেও আকৃষ্ট হয়। ইমাম বাযদাবী (রহ.) ছিলেন 'ফখরুল ইসলাম' বা ইসলামের গর্ব। তাঁর তাকওয়া, পরহেজগারি এবং সুন্নাহর নিখুঁত অনুসরণ দেখে সাধারণ মানুষ হানাফি মাজহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতো। তিনি ছিলেন বিদআতের ঘোর বিরোধী এবং সুন্নাহর ধারক।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম ছিল হানাফি মাজহাবের পুনর্জাগরণের ইতিহাস। তিনি কেবল কিতাব লিখেই ক্ষান্ত হননি, বরং শিক্ষাদান, বিতর্ক এবং যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে হানাফি মাজহাবকে মধ্য এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাজহাবে পরিণত করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই হানাফি ফিকহ একটি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা হয়, হানাফি মাজহাবের প্রসারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পর যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

١٠ .ما هو الغرض من كتابة الإمام البزدوي لكتاب "الأصول"؟

(ইমাম বাযদাবী (র) "উসূল" কিতাবটি রচনা করার উদ্দেশ্য কী ছিল?)

প্রশ্ন-১০: ইমাম বাযদাবী (রহ.) "উসূল" কিতাবটি রচনা করার উদ্দেশ্য কী ছিল? বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের ইতিহাসে হানাফি মাজহাবের উসুল বা মূলনীতি সংরক্ষণে যে গ্রন্থটি সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে, তা হলো ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত "কানজুল উসুল ইলা মারিফাতিল উসুল" (كنز الوصول إلى معرفة الأصول), যা সর্বমহলে "উসুলুল বাযদাবী" নামে পরিচিত। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে যখন ফিকহ ও উসুলের জগতে নানামুখী মতবাদ ও বিতর্কের ঝড় বইছিল, তখন ইমাম বাযদাবী (রহ.) সুনির্দিষ্ট কিছু মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কালজয়ী গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর এই লেখনী নিছক কোনো বই লেখা ছিল না, বরং এটি ছিল হানাফি মাজহাবকে সুসংহত করার একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। নিম্নে এই গ্রন্থ রচনার পেছনের উদ্দেশ্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

"উসুলুল বাযদাবী" কিতাবটি রচনার উদ্দেশ্য:

১. হানাফি উসুলকে সুবিন্যস্ত ও সংকলিত করা (تدوين الأصول وترتيبها):

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পূর্বে হানাফি মাজহাবের উসুল বা মূলনীতিগুলো ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও অন্যান্য ইমামদের ফিকহী কিতাবের (যেমন—মাবসুত, জামিউল কবির) ভেতরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোনো স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কাঠামোতে এগুলো সাজানো ছিল না।

- **উদ্দেশ্য:** ইমাম বাযদাবীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তোগুলোকে কুড়িয়ে এনে একটি সুশৃঙ্খল মালায় গাঁথা। তিনি চেয়েছিলেন হানাফি মাজহাবের উসুলগুলো এমনভাবে লিপিবদ্ধ করতে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে কোন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মাসআলাগুলো সমাধান করা হয়েছে।

২. ফকিহদের পদ্ধতির প্রবর্তন (تأسيس طريقة الفقهاء):

উসুল রচনার ক্ষেত্রে শাফেয়ী ও মুতাকাল্লিমিনদের পদ্ধতি ছিল আগে নিয়ম তৈরি করা এবং পরে মাসআলা মেলানো, যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ছিল না।

- **উদ্দেশ্য:** ইমাম বাযদাবীর উদ্দেশ্য ছিল **"তরিকাতুল ফুকাহা"** (طريقة الفقهاء) বা ফকিহদের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। তিনি চেয়েছিলেন পূর্বসূরি ইমামদের ফতোয়া বা 'ফুরু' থেকে গবেষণা করে উসুল বের করতে। একে বলা হয় **"ইস্তিখরাজুল উসুল মিনাল ফুরু"** (استخراج الأصول من الفروع)। এই বাস্তবসম্মত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য।

৩. হানাফি মাজহাবের প্রতিরক্ষা (الدفاع عن المذهب الحنفي):

তৎকালীন সময়ে বিরোধীরা, বিশেষ করে আহলে হাদিস ও শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীরা অভিযোগ করত যে, হানাফি মাজহাবের কোনো শক্ত উসুল বা নীতিমালা নেই; এটি শুধুই ব্যক্তিগত রায় বা কিয়াসের ওপর নির্ভরশীল।

- উদ্দেশ্য: এই মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করা ছিল তাঁর কিতাব রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি এই কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি মাজহাবের প্রতিটি মাসআলা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার অকাট্য দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আরবিতে বলা হয়:

"لإظهار أن مذهب الحنفية مبني على الكتاب والسنة لا على الرأي المجرد."

(এটা প্রকাশ করার জন্য যে, হানাফি মাজহাব কিতাব ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত, নিছক রায়ের ওপর নয়।)

৪. ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদআতের খণ্ডন (الرد على المبتدعة):

সে যুগে মুতাজিলা ও অন্যান্য বিদআতি ফিরকা উসুল শাস্ত্রের মধ্যে তাদের ভ্রান্ত আকিদা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। তারা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আড়ালে সুন্নাহকে অস্বীকার করার পাঁয়তারা করছিল।

- **উদ্দেশ্য:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) চেয়েছিলেন উসুল শাস্ত্রকে মুতাজিলাদের প্রভাবমুক্ত করে **'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'**-এর মতাদর্শ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে। তিনি তাঁর কিতাবে মুতাজিলাদের যুক্তিগুলো উল্লেখ করে শরিয়তের দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন।

৫. শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই তৈরি (تيسير التعليم للطلاب):

সমরকন্দ ও বুখারার মাদরাসাগুলোতে তখন উসুল শিক্ষার জন্য এমন কোনো একক গ্রন্থ ছিল না যা দিয়ে ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দেওয়া যায়।

- **উদ্দেশ্য:** ছাত্রদের হাতে এমন একটি 'টেক্সটবুক' বা পাঠ্যবই তুলে দেওয়া, যা হবে **"কানজুল উসুল"** বা উসুলের ভাণ্ডার। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্ররা যেন

ফিকহ এবং উসুলের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারে এবং নিজেরাই ইজতিহাদ বা গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

৬. ইমামদের গবেষণা সংরক্ষণ (حفظ اجتهادات الأئمة):

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর গবেষণালব্ধ জ্ঞানগুলো কালক্রমে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

- **উদ্দেশ্য:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) এই কিতাব রচনার মাধ্যমে সেই মহান ইমামদের গবেষণার পদ্ধতি ও নিয়মগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, পূর্ববর্তী ইমামগণ হাওয়ার ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেননি, বরং তাদের প্রতিটি ফতোয়ার পেছনে গভীর উসুলি ভিত্তি ছিল।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) নিছক পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য "উসূলুল বাযদাবী" রচনা করেননি। তাঁর এই মহান কর্মের পেছনে ছিল দ্বীনের হেফাজত এবং হানাফি মাজহাবের মর্যাদা সমুন্নত রাখার এক পবিত্র জজবা। তিনি চেয়েছিলেন ফিকহ শাস্ত্রকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে, যাতে মুসলিম উম্মাহ বিভ্রান্ত না হয়। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আজ প্রায় হাজার বছর পরেও তাঁর রচিত এই গ্রন্থটি উসূল শাস্ত্রের আলোকবর্তিকা হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই খেদমতকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন।